গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সদস্য সচিব, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

এবং

সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০২০-৩০ জুন ২০২১

সূচিপত্র

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র	৩
উপক্রমণিকা	৫
সেকশন ১ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলি	৬
সেকশন ২ : মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)	৭
সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	৮
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	১৩
সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা	১৫

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রপ্রতিক অর্জন : সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বৎসর) প্রধান অর্জনসমূহ-

মুক্তিযুদ্ধের লালিত স্বপ্নকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অর্জনগুলো বর্তমান এবং আগামী প্রজন্মের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাদুঘর পরিচালিত আউটরিচ কর্মসূচির আওতায় গত ০৩ বছরে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ এলাকার ২৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৮৫৫৭০ জন শিক্ষার্থী এবং ১২৫১৫৪ জন দেশি-বিদেশি দর্শনার্থী জাদুঘর পরিদর্শন করেছে। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দ্বারা গত ৩ বছরে ২৪টি জেলার ১৯৮ টি উপজেলার ৬৯৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়েছে। এতে প্রায় ৩,৭৩,৬৯০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মানবাধিকার, শান্তি ও সম্প্রীতির ভাবধারায় উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেছে। প্রতিবছর ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জাদুঘর পরিদর্শণকারী শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'মুক্তির উৎসব' নামে একটি বিশাল উৎসব আয়োজন করে। এতে গত তিন বছর ৩৬ হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে দেশ গড়ার শপথে উদ্বুদ্ধ হয়। জাদুঘর গত তিন বছরে ৬৮টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করেছে। গত তিন বছরে গণহত্যা ও ন্যায় বিচার বিষয়ক ৩টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এ সময় একটি মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া গত তিন বছরে ৩টি উইন্টার স্কুল এবং ৩টি সার্টিফিকেট কোর্স-এরও আয়োজন করা হয়েছে। গত তিন বছরে বঙ্গবন্ধুর উপরে ৩টি, হিরোশিমা দিবস উপলক্ষে ৩টি এবং রোহিঙ্গা বিষয়ে ৩টি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শীদের ১৫,৮৫৬টি মৌখিক ভাষ্য সংগ্রহ করেছে। গত ৩ বছরে জাদুঘর ৯টি জেলা ও ১টি বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন করেছে। এ সময়ে জাদুঘর ৭টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে এবং ৬টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

মাঠ পর্যায় থেকে প্রদর্শনীর ব্যাপক চাহিদা মিটানো ও ২টি ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর দ্বারা সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি পালন করা প্রধান চ্যালেঞ্জ। করোনাকালের অভিজ্ঞতা থেকে অনলাইন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নও একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষৎ পরিকল্পনা :

ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, ডকুমেন্টসমূহের ডিজিটালাইজেশন করা, আইটি উন্নয়ন করা, মুক্তিযুদ্ধের আর্কাইভ স্থাপন করা, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস-এর মাধ্যমে গণহত্যা ও ন্যায় বিচার বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ। মোবাইলে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ১ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, গণহত্যা ও ন্যায়বিচার বিষয়ক কর্মশালা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রদর্শনী, মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, ডকুফিল্ম নির্মাণ, জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার/ওয়ার্কশপের অনলাইন ভিত্তিক আয়োজন।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ৩৬০০০ জন দর্শনার্থীকে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি/স্মারক চিহ্ন জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ।
- ৩৬০০০ জন দর্শনার্থী জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ প্রদর্শনকরণ।
- ১৬০০০০ জন নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টরি ফিল্ম ও ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনীর আয়োজন।
- ১০০০০ জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে মুক্তির উৎসব আয়োজন।
- নেটওয়ার্ক শিক্ষক প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ৪টি জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষক সম্মেলন আয়োজন।
- ৪টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন।
- ২টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হবে।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছর ঘিরে সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রদর্শনীর আয়োজন।

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এবং

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব এর মধ্যে ..... .সালের ..... মাসের ..... তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: